ইউনিট ১

প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

ভূমিকা

পৃথিবী সৃষ্টির আদি থেকে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতা আজ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আর এ কারণে মানব সভ্যতার বিকাশ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে শিকারী সমাজ থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। মাত্র ছয় থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে মানুষ নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার সৃষ্টি করে। কৃষিভিত্তিক সভ্য সমাজ গড়ে উঠার ফলে কৃষিজীবী ও পশুপালক বা শিকারী এই দুভাগে মানব সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে কৃষক ও পশুপালক সমাজের মানুষেরা বহুবিধ উন্নত কর্ম কৌশল আবিষ্কার করতে থাকে এবং মানুষ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাসও শুরু করে। ধারণা করা হয় এ সকল মানুষই ৬০০০ থেকে ৪০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে পশুটানা লাঙ্গল, চাকাওয়ালা গাড়ি, পালসহ নৌকা, প্রাথমিক ধাতু শিল্প এবং প্রাথমিক ধরনের পৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। আর এ সকল আবিষ্কার একের পর এক ঘটেছিল পশ্চিম এশিয়া, ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষে পূর্ব ইউরোপ ও তৎসংলগ্ন উত্তর আফ্রিকায়। যার ফলে পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া, পূর্ব ইউরোপের নিম্ন বলকান অঞ্চল ও মিসরে প্রথম নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। আধুনিক মানব সমাজ এ সকল সভ্যতার নিকট ঋণী। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ ইউনিটে প্রাচীন নগর সভ্যতার উন্মেষ, রাজনৈতিক ইতিহাস, সমাজ, বিভিন্ন আবিষ্কার, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করব।

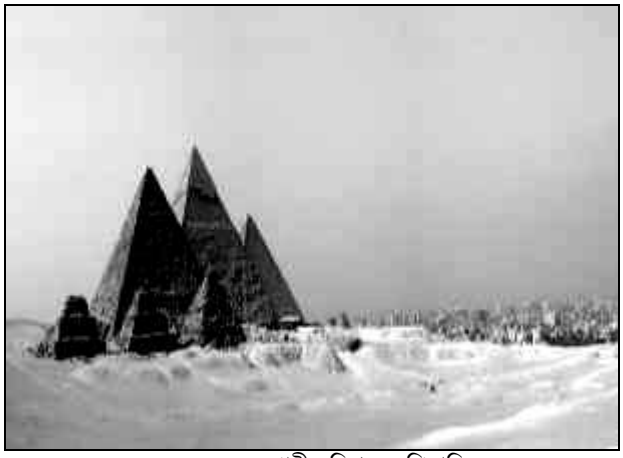

প্রাচীন মিশরের পিরামিড

প্রাচীন গ্রিসের মানচিত্র

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১: মিসরীয় সভ্যতা
পাঠ ২: সুমেরীয় সভ্যতা
পাঠ ৩: ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
পাঠ ৪: পারসিক সভ্যতা
পাঠ ৫: হিব্রু সভ্যতা
পাঠ ৬: গ্রিক সভ্যতা
পাঠ ৭: রোমান সভ্যতা

পাঠ-১.১ মিসরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সময়কাল ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় ধর্মবিশ্বাস, লিখন পদ্ধতি, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মিসরের নীলনদ, 'ফারাও', র‍্যামেসিস, 'আমন রে', পিরামিড ও মমি**

ভূমিকা:

মানুষ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে মাত্র ছয় থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। কৃষিজীবী ও পশুপালক বা শিকারী এই দুভাগে মানব সমাজ বিভক্ত ছিল কৃষি ভিত্তিক সভ্য সমাজ গড়ে উঠার ফলে। যার কারণে কৃষক ও পশুপালক সমাজের মানুষেরা বহুবিধ উন্নতি ও কর্ম-কৌশল আবিষ্কার করতে থাকে এবং মানুষ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস শুরু করে। আর মিসরীয় অঞ্চলের এ সকল মানুষই ৬০০০ থেকে ৪০০০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে বিভন্ন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এ সকল আবিস্কারের কারণে মিসরে প্রথম নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। আর তাই আধুনিক মানব সমাজ মিসরের এ সভ্যতার নিকট থেকে উপকৃত হয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পাঠে প্রাচীন মিসরীয় নগর সভ্যতার উন্মেষ, রাজনৈতিক ইতিহাস, সমাজ, বিভিন্ন আবিষ্কার, ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদি আলোচনা করব।

মিসরীয় সভ্যতার কাল ও ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমির দেশ মিসর। এছাড়া বর্তমান উত্তর আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ এই মিসর। আজ থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বে নীলনদের অববাহিকায় মিসরীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। দেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে সুদান নামক রাষ্ট্রটি অবস্থিত। এর পূর্ব দিকে বয়ে গেছে লোহিত সাগর এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত লিবিয়া। আর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত তিউনিসিয়া। নীল নদের দান বলে খ্যাত মিসর ভৌগোলিক দিক থেকে দক্ষিণাঞ্চল (Upper) এবং উত্তরাঞ্চল (Lower) এই দু'ভাগে বিভক্ত। মিসরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নীলনদ ভূমধ্যসাগরে মিলিত হয়েছে। বর্ষার সময় নীল নদের দু'কূল প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হতো। ফলে মিসরে উভয় অঞ্চলে পলিমাটি জমে উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

মিশরের মানচিত্র

মিসর নীলনদের দান

নীলনদের পানি উপচে দু'কূল ছাপিয়ে যাবার ফলে নবোপলীয় যুগের মানুষের কৃষি উৎপাদনসহ অন্যান্য বিষয়াদি ভাসিয়ে নিঃস্ব করে ফেলত। প্রাচীন মিসরে প্রতি বছরের এ বন্যাকে রোধ করার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষির উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে যা মিসরকে সভ্যতার পটভূমিতে পরিণত করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী জনগণ পানির প্রাপ্যতা, নীলনদকে কেন্দ্র করে কৃষি

উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ ও পশুপালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। নীলনদের দু'কুলে ৪ মাস স্থায়ী এ বন্যার সময় গাছ-গাছড়া পচে গিয়ে এবং এর সাথে জলধারায় পাহাড়ি লাল পাথুরে মাটি মিশে এক উর্বর পলিমাটির সৃষ্টি হতো। এ কারণে মিসরের এ অঞ্চলসমূহের জমি খুব উর্বর হতো। বিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডটাস মিসরের উৎকর্ষতা দেখে বিস্মিত হয়ে তিনি মিসরকে "নীলনদের দান" বা "The gift of the Nile" বলে উল্লেখ করেছেন।

মিশরের নীলনদ

প্রাচীন মিসরীয় রাজনৈতিক ইতিহাস

ধারণা করা হয়, মিসরীয় সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ পর্যন্ত সময়কালকে মিসরের ইতিহাসে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলা হয়। রাজা মেনেস নামে এক শক্তিশালী সামন্ত রাজা খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে একত্রিত করে একটি বড় রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁকে মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। উচ্চ মিসরের রাজধানী ছিল থিব্স (Thebes)। দক্ষিণ মিসরের মেম্ফিশ শহরে নতুন রাজধানী স্থাপন করা হয়। রাজা মেনেসের পর থেকে তিন হাজার বছর পর্যন্ত প্রাচীন মিসরে ৩১টি রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। মিসরের প্রাচীন ইতিহাসকে ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেন। তা হচ্ছে প্রথমত: প্রাক রাজবংশীয় যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), প্রাচীন রাজত্বের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০-২৩০০), সামন্ত যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০-২১০০), মধ্য রাজত্বের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২১০০-১৭৮৮), বৈদেশিক হিক্সসদের আক্রমণ (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০-১৫৮০) এবং নতুন রাজত্বের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮০-১০৯০) পর্যন্ত।

প্রাচীন মিসরীয় শাসন ব্যবস্থা

নীল নদের অববাহিকায় প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সূচনা হয় প্রাক-রাজবংশীয় যুগে। এ যুগে মিসরীয়রা কৃষি কাজে সেচব্যবস্থার বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কার করে। এ ছাড়া তারা লিখন পদ্ধতি, উন্নতমানের কাপড়, সৌরপঞ্জিকা প্রস্তুত করতে শিখে। ৩২০০ খ্রি: পূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ প্রাচীন রাজত্বকালের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। রাজা মেনেস উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে এক করে একটি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন মিসরের সম্রাটদের 'ফারাও' বলা হতো। ফারাও শব্দের অর্থ 'বড়বাড়ি'। বিশাল প্রাসাদে বসবাসকারী ফারাওদের মনে করা হতো ঈশ্বরের সন্তান। তাঁরা একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 'ফারাও'রা নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য ভাই-বোনের সাথে বিয়ের প্রচলন করেন। সম্রাটের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োজিত থাকতেন একজন উজির বা প্রধানমন্ত্রী। মিসরের 'ফারাও' বা সম্রাটের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রাজা মেনেস, প্রথম আহমোজ, রাজা তুথমোস, সম্রাট ইখ্নাটন, তৃতীয় আমেনহোটেপ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় র‍্যামেসিস। পরাক্রমশালী তৃতীয় র‍্যামেসিসের মৃত্যুর পর শক্তিশালী শাসক না থাকায় 'ফারাও' বা সম্রাটদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নানা পরিবর্তনের পর ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পার্সীয়ানদের হাতে এ সভ্যতার পতন ঘটে।

প্রাচীন মিসরীয়দের জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয়

ধর্ম বিশ্বাস

প্রাচীন মিসরীয়রা বিশ্বাস করত যে, প্রকৃতিকে দেবদেবীরাই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। তাই প্রাচীন মিসরীয় সমাজে ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। প্রধান ধর্মীয় নেতা ছিল রাজা বা ফারাও। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল 'আমন রে' (Ammon Re)। নীলনদের দেবতা নামে খ্যাত ছিল ওসিরিস (Osiris)। মিসরীয়রা আত্মার অবিনশ্বরতা ও পূনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল দেহ ছাড়া আত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হবে। এজন্যই তারা ফারাও বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে মমি প্রস্তুত করত। মমিকে যুগ পরম্পরায় অক্ষত রাখার জন্য নির্মাণ করা হয় সমাধি স্তম্ভ পিরামিড। তবে ধর্ম বিশ্বাসে ন্যায় অন্যায়ের বা পাপ-পূণ্যের বিশ্বাসও জড়িত ছিল। মিসরীয় সমাজে পুরোহিতদের দৌরাত্ম ছিল ব্যাপক। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৭৫ অব্দে রাজা চতুর্থ আমেনহোটেপের নেতৃত্বে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তিনি প্রধান পুরোহিতদের মন্দির থেকে বহিস্কার করে একক দেবতা এটন (Aton) (বা একেশ্বর) এর পূজা করার নির্দেশ দেন। তাদের ধারণা ছিল, পাপ-পূণ্যের বিচারের মাধ্যমে পুণ্যবানকে সুখময় স্থানে ও পাপীকে অন্ধকার ঘরে নিক্ষেপ করা হবে।

লিখন ও লিপি পদ্ধতি

সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়দের অন্যতম প্রধান অবদান লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। নগরসভ্যতা গড়ে তোলার সাথে মিসরীয়রা প্রথম লিখন ও লিপি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic) বা চিত্র লিখন পদ্ধতি। এটি গ্রীকদের দেয়া নাম। যার অর্থ দাঁড়ায় 'পবিত্র লিপি'। এ হায়ারোগ্লিফিক পদ্ধতির রূপ পাওয়া গিয়েছে। এ লিখন পদ্ধতি তার চারিত্রিক বিন্যাসের দিক থেকে তিনটি রূপ পায়। যেমন- চিত্রভিত্তিক, অক্ষরভিত্তিক ও বর্ণভিত্তিক। খোদাই কাজ করা বা চিত্রে প্রদর্শন করা- এই পদ্ধতির ২৫টি বর্ণ ছিল এবং প্রতিটি বর্ণ একটি বিশেষ চিহ্ন বা অর্থ প্রকাশ করতো। মিসরেই প্রথম মানব জাতি ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবনে সক্ষম হয়। প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে উন্নতমানের কাগজের আবিষ্কার মিসরীয়দেরই অবদান।

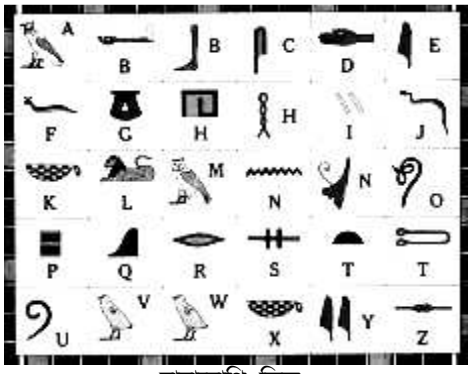

হায়ারোগি- ফিক

দর্শন ও বিজ্ঞান

আধুনিক সভ্যতা অনেকটা প্রাচীন মিসরীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের নিকট দায়বদ্ধ। সে যুগে জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন মিসরে কারিগরিবিদ্যার প্রসার লাভ করেছিল। ব্রোঞ্জ ব্যবহারের ফলে নানা প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র আবিষ্কার হয়। মিসরীয়রা গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শি ছিল বলে জানা যায়। তারা নিকটবর্তী নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করার কৌশলও আয়ত্ব করেছিল। মিশরীয়রা নীলনদের জোয়ার-ভাটা নির্ণয় এবং এ সম্বন্ধীয় সম্যক জ্ঞান আয়ত্ত্ব করেছিল। মিসরীয় বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম জ্যামিতি ও গণিত শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। তারা যোগ-বিয়োগের ব্যবহার জানলেও গুণ ও ভাগ করতে জানতো না। মধ্য রাজবংশের যুগ থেকে মিসরীয়গণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। মিসরীয়রা চক্ষু, দন্ত ও পেটের পীড়া রোগের চিকিৎসা আবিষ্কারে সক্ষম হয়। তারা বিভিন্ন রোগ ও ঔষধের নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং 'মেটেরিয়া মেডিকা' (Materia Medica) বা ঔষধের তালিকা প্রণয়ন করেন। মৃতদেহকে অক্ষত রাখার জন্য মিসরীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী এক ধরনের ঔষুধ আবিষ্কার করেছিল। ধারণা করা হয় সে যুগে দাঁত, চোখ ও পাকস্থলি প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিল।

পিরামিড

মিসরীয়দের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়। প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যের আশ্চর্য নিদর্শন 'পিরামিড'। পাথর দিয়ে নিখুঁতভাবে তৈরী ত্রিকোনাকার পিরামিড আজও মিসরের কায়রো শহরের অদূরে সভ্যতার ইতিহাস বহন করছে। এ সকল পিরামিডের অভ্যন্তরে মিসরের রাজা এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের মৃতদেহ (মমি) করে রাখা হয়েছে। লক্ষাধিক পাথর টুকরো করে নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়ে এই পিরামিড তৈরী করা হতো এবং এক একটা পিরামিড চার থেকে পাঁচশ ফুট উচু ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় মিসরীয়দের বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশল কি পরিমান উন্নত ছিল। মিসরে অনেক পিরামিড আছে, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ফারাও খুফুর পিরামিড।

মিসরীয় সভ্যতার পতন

প্রাচীন মিসরের বিশতম রাজবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন একাদশ রামসেস। এ সময় মিসরে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ১০৮০ খ্রিঃপূর্বাব্দে থিবস শহরের প্রধান পুরোহিত বা ধর্মযাজক সিংহাসন দখল করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে পারস্য রাজশক্তি মিসর অধিকার করলে মিসরীয় সভ্যতার অবসান ঘটে। অতঃপর ৩৩২ খ্রিঃপূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার মিসর অধিকার করেন। তারপর থেকে মিসরে "টলেমী রাজবংশ" প্রতিষ্ঠিত হয়। টলেমী রাজবংশ দীর্ঘদিন মিসর শাসন করে। এই বংশেরই রাণী ছিলেন বহু আলোচিত ও জগত খ্যাত রানী ক্লিওপেট্রা। ক্লিওপেট্রার সময় মিসর বারবার রোমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কালক্রমে রোমানরা মিসরে রোমান শাসন বিস্তার করে। মিসর থেকে রোমানদের দূরে রাখতে রোমান সম্রাটদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন চতুর ক্লিওপেট্রা। মিসরীয় রীতি অনুযায়ী তাঁর বিয়ে হয়েছিল নিজের ভাই টলেমির সঙ্গে। এর কয়েক বছর পর জুলিয়াস সিজার পম্পেই বিজয়ের মাধ্যমে মিসরে আসেন। তিনি প্রেমে পড়েন ক্লিওপেট্রার। জুলিয়াস সিজারের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সমর্থনে টলেমি রাজ্যচ্যুত হন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর মানচিত্রে মিসরের অবস্থান নির্ণয় করুন।

বিশ্ব মানচিত্রে মিসরের আশপাশে কোন কোন রাষ্ট্র অবস্থিত?	মিসরের মধ্যদিয়ে নীলনদের গতিপথ দেখান।	নীলনদের পতিত স্থান ভূমধ্যসাগরের চিত্র আঁকুন।

সারসংক্ষেপ :

মিসরীয় সভ্যতা ছিল প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম। এ সভ্যতায় নগর সভ্যতা সৃষ্টিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময় নানা আবিষ্কার বিশেষ করে পিরামিড ও লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার নগর সভ্যতার উদ্ভবে সহায়তা করে। মিসরীয় সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার পথ প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে মমি প্রস্তুত করত। তাদের প্রধান অবদান লিখন, লিপি এবং হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic) বা চিত্র লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যের আশ্চর্য নিদর্শন ছিল 'পিরামিড'।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মিসরীয় সম্রাট বা রাজাদের উপাধী ছিল–
   ক. ফারাও খ. ইখনাটন গ. সম্রাট ঘ. বাদশাহ
২. প্রাচীন মিসরের টলেমী রাজবংশের বিখ্যাত রানী-
   ক. রানী ফারাহ খ. রানী ক্লিওপেট্রা গ. রানী ইমেলদা ঘ. রানী নূর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আপনি বন্ধুদের নিয়ে মিসরে বেড়াতে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন অনেক উঁচু-নিচু পাহাড়। আসলে সেগুলো ছিল মিসরীয় পিরামিড। পিরামিডের সৌন্দর্য অবলোকন করলেন এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কেও ধারণা হল।

৩। মিশরের পিরামিড তৈরীর কারণ-

i. মিসরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য ii. মৃতদেহকে দীর্ঘ কাল অক্ষত রাখার জন্য
iii. মিসরীয় রাজাদের উপাসনার জন্য।

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.১

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

যমুনা নদীর সাথে আজীবন সংগ্রাম করে আসছে সুমন। সে সিরাজগঞ্জের বাসিন্দা। এখানে তার বাপ-দাদার বসতভিটে রয়েছে। যশোরে সুমনের মামাতো ভাই মিজানুর বাস করে। মিজানুর সিরাজগঞ্জ এলাকায় বেড়াতে গিয়ে জানতে পারল, প্রতিবছর জুলাই হতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যমুনা নদীর উভয় তীর প্লাবিত হয়। কিন্তু শহরবাসী বসে না থেকে সরকারের সাহয্য নিয়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করে। তবে প্লাবনের ফলে পলিমাটির গুণে প্রচুর শস্য জন্মে।

ক. মিসরীয় সমাধিকে কী বলা হতো? ১
খ. মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের শহরের সাথে মিসরীয় সভ্যতার ভৌগলিক অবস্থা আলোচনা করুন। ৩
ঘ. সিহাবের শহরের সাথে কোন সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায় বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-১.২ সুমেরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুমেরীয় সভ্যতার উৎপত্তি বা উন্মেষ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন;
- সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ও
- প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

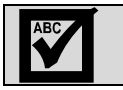	**মুখ্য শব্দ**	**'এনসি', আক্কাদীয় রাজ্য, 'ডুঙি', 'গিল গামেশ', 'জিগগুরাট' ও 'কিউনিফর্ম'**

ভূমিকা:

আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (যথাক্রমে দজলা ও ফোরাত) নদীর অববাহিকায় কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলো একত্রিতভাবে 'মেসোপটেমীয় সভ্যতা' নামে পরিচিত। একে অনেকে 'Fertile Crescent' বা 'অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূমি'ও বলে থাকে। ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিসরীয় সভ্যতার সমসাময়িক মেসোপটেমীয় সভ্যতা অনেকগুলো জাতির অবদানে গড়ে ওঠে। এ সকল জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, কাসাইট, অ্যাসিরীয় এবং ক্যালডীয়রা অন্যতম। 'মেসোপটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ-যার অর্থই হলো দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। আর দুই নদী বলতে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অগ্রদূত ছিলো সুমেরীয় জাতি।

সুমেরীয় সভ্যতা

৫০০০ খ্রিস্টপূর্বে সুমেরীয় জাতি মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে এবং পারস্য উপকূল অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। এরা অ-সেমিটিক জাতিগোষ্ঠি এবং মধ্য এশিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। লিখন পদ্ধতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, আইন কানুন প্রণয়ন, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি সুমেরীয়রাই প্রথম শুরু করে।

সুমেরীয় রাষ্ট্র

কয়েকটি নগরকে কেন্দ্র করে সুমেরীয়রা সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। সুমেরীয়রা কতকগুলি নগরের গোড়াপত্তন করেছিল। এগুলোর মধ্যে তাদের রাজধানী উর ছাড়াও সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র ছিল লাগাস, কিস, ইরিদু এবং উরুক অন্যতম। সুমেরীয় সভ্যতায় ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের পদবী ছিল 'পাতেজী'। সুমেরীয়রা প্রথম মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে খাল খনন, জলাশয় ও বাঁধ নির্মাণ করে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং নিজেদের উন্নতি ঘটিয়ে নগর সভ্যতার উদ্ভব ঘটায়। ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে প্রায় ১৮টি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব নগর রাষ্ট্রের প্রশাসকরা 'এনসি' নামে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত শাসক সারগন সুমেরের নগর রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করে সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সুমেরিয়ায় সারগনের প্রতিষ্ঠিত আক্কাদীয় রাজ্য দুশো বছর স্থায়ী ছিল। সুমেরীয়দের পরবর্তী বিখ্যাত শাসক ছিলেন সম্রাট 'ডুঙি'। সম্রাট ডুঙির নেতৃত্বে সুমেরীয়গণ খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ অব্দে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। ডুঙি সুমের জাতির জন্য সর্বপ্রথম একটি বিধিবদ্ধ আইন (Code) প্রচলন করেন। সুমেরীয় সমাজে শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনায় নারীদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

সুমেরীয় সমাজ

বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল সুমেরীয় সমাজ ব্যবস্থা। প্রথমস্তরে ছিল শাসক ও ধর্মযাজক, দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ নাগরিক এবং তৃতীয় স্তরে ছিল ক্রীতদাস সম্প্রদায়। শাসকগণ নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি দাবি করে দেশ শাসন করতেন। দাসদাসীরা শাসকদের সেবায় নিয়োজিত থাকতো। স্বাভাবিক ভাবেই দাসদাসী এবং কৃষক ছিল সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়।

সুমেরীয়দের প্রতিশোধমূলক আইন

সাধারণভাবে সুমেরীয়দের আইনকে বলা হয় প্রতিশোধমূলক আইন। অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত ইত্যাদি। সুমেরীয়দের আইনের মূল বিষয় ছিল, প্রথমতঃ অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য তদ্রুপ শাস্তি দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ একধরণের বিচার আদালত বিদ্যমান ছিল, যেখানে বাদী বিবাদী উভয়কেই হাজির করা হতো। তৃতীয়তঃ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর বিচারকার্য কঠোর ছিল। অথচ সামরিক বাহিনীতে একমাত্র অভিজাতদেরই অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল। অন্যান্য সমাজের মতো সুমেরীয় আইনও গড়ে ওঠেছিল তাদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যদিয়েই। সুমেরীয়দের বিখ্যাত সম্রাট 'ডুঙি' প্রথম আইন সংকলন করেন। সুমেরীদের আইন ব্যবস্থা পরবর্তী সমসাময়িক সভ্যতাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। সুমেরীয় আইনের মূল অধ্যায় ছিল- ক. প্রতিশোধমূলক আইন, খ. আইনে অসমতা এবং গ. আকস্মিক ও ইচ্ছাকৃত হত্যার স্বল্প পার্থক্য।

অর্থনৈতিক কাঠামো

সুমেরীয়দের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল সরল। মিসরের মত এখানে একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। সুমেরীয় সমাজে ভূমি দাসের অস্তিত্ব ছিল। তবে কারিগরী কাজে নিপুন শ্রমিকরা উচ্চ পারিশ্রমিক লাভ করতো। সুমেরীয় অর্থনীতির মূল উৎস ছিল কৃষি। কৃষক হিসেবে এরা ছিল বেশ উঁচু স্তরের। তাদের সেচ ব্যবস্থা ছিল উন্নততর। ফসল উৎপাদনের পরিমানও ছিল বেশী। সুমেরীয়দের সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের এক বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুমেরীয় 'সীল' দেখে অনুমান করা হয় সম্ভবত ভারতের সাথেও তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সুমেরীয়রা প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃত্রিম মৃত্রিকাস্তুপের উপর শহর, গ্রাম এবং মন্দির গড়ে তোলে।

সুমেরীয় ধর্ম

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার ন্যায় সুমেরীয়রা অনেক দেব দেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তাদের এক একটি দেবতা এক একটি নামে পরিচিত ছিল। যেমন বিখ্যাত দেবতা 'শামাশ' (সূর্যদেবতা), 'এনলিল' (বৃষ্টি, বন্যা ও বায়ুর দেবতা), পানির দেবতা 'এনকি', প্লেগ রোগের বিশেষ দেবতা 'নারগাল' এবং 'ইস্টারা' (নারী জাতির দেবতা) নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তাদের প্রধান দেবতা ছিল নার্গাল। সুমেরীয় সভ্যতায় মিসরীয় সভ্যতার অনেক প্রভাব থাকলেও পরকালের ধারণা বা পুর্নরুজ্জীবন (স্বর্গ-নরক) ধারণা জন্ম লাভ করেনি মিসরীয়দের মধ্যে। সম্ভবতঃ এই কারণে সুমের অঞ্চলে মৃতদেহকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার অট্টালিকা, সমাধি বা মমির প্রবণতা দেখা যায় না। তাই তারা মৃতদেহকে কবর দিতো।

সুমেরীয় সাহিত্য

সুমেরীয়রা বিদ্যাশিক্ষায় উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি তারা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবেশী মিসরীয়দেরকেও অতিক্রম করেছিল। যেমন, সুমেরীয়রা 'গিল গামেশ' নামক মহাকাব্য রচনা করেছিল। ইউরুকের কিংবদন্তী রাজা গিলগামেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই বিখ্যাত 'গলগামেশ' নামক মহাকাব্য। ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

সুমেরীয়দের লিখন পদ্ধতি

সুমেরীয় সভ্যতার অন্যতম কীর্তি ছিল একধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন। এই পদ্ধতি ছিল প্রথমতঃ চিত্রলিপি এবং পরবর্তীতে তা শব্দলিপিতে রূপান্তরিত হয়। এই লিখন পদ্ধতি 'কিউনিফর্ম' নামে পরিচিত। কাঁদা মাটিতে চাপ দিয়ে চিত্রাংকন দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতো। যা মেসোপটেমীয় লিপি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এ সুমেরের বিখ্যাত শহর নিপ্পুরে এ কিউনিফর্ম (Cuneiform) চিত্রলিপির প্রায় চার হাজার মাটির চাকতি পাওয়া গেছে। এসকল কিউনিফর্ম বর্ণভিত্তিক নয়, বরং একে বলা যেতে পারে অক্ষরভিত্তিক বর্ণলিপি।

কিউনিফর্ম

সুমেরীয় স্থাপত্য ও শিল্প

ধারনা করা হয় সুমেরীয়রা নগর সভ্যতায় পোড়া ইটের প্রথম ব্যবহার। তবে মিসরীয়দের মতো সুমেরীয়রা পাথরের ব্যবহার করতো না বলে তাদের তৈরী ইমারত দীর্ঘস্থায়ী হতো না। সম্ভবতঃ সুমের অঞ্চলে পাথর দুস্প্রাপ্য ছিল। তবে তাদের নগর পরিকল্পনা ছিল খুবই নিখুঁত। দালানের দেয়াল ইটের তৈরী হলেও ছাঁদ ছিল কাঠের দ্বারা তৈরী। সুমেরীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'জিগগুরাট' নামক ধর্মমন্দির। প্রায় প্রতি নগরেই এইরূপ জিগগুরাট নামক ধর্মমন্দির বা ইমারত তৈরী হয়েছিল। সুমেরীয়দের অন্যান্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল গণনা পদ্ধতি, গুণভাগ নির্ণয়, চন্দ্র ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি তৈরী, পানি দ্বারা

চালিত এক ধরনের ঘড়ি। অন্যদিকে কৃষি ছিল সুমেরীদের প্রধান জীবিকা। দ্বিতীয় পেশা হিসেবে তারা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন ঘটায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুমেরীয় সভ্যতার বিখ্যাত দেবতাদের নাম লিখুন?

সারসংক্ষেপ :

পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত সুমেরীয় সভ্যতার সাথে আফ্রিকার মিসরীয় সভ্যতার অনেক মিল রয়েছে। নতুন পাথরের যুগ পার হয়ে ব্রোঞ্জ (তামা) যুগেই উভয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়। এখানে তামা বা ধাতু ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা ও হাতিয়ারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। মিসরীয়দের মতো সুমের অঞ্চলেও রাজা, পুরোহিত, সামরিককর্তা এরূপ বিভাজন দেখা যায়। মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিকাশ এবং নিত্য নতুন আবিষ্কারের মূলে সুমেরীয়দের অবদানই অধিক ছিল। সুমেরীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'জিগগুরাট' নামক ধর্মমন্দির।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সুমেরীয় জাতির বিখ্যাত রাজা ছিল–
ক. ফারাও খ. ইখনাটন গ. ডুঙি ঘ. বাদশাহ

২. সুমেরীয়রা মহাকাব্য রচনা করেছিল -
ক. ইলিয়ট খ. 'গিল গামেশ' গ. ওডিসি ঘ. রামায়ন
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ফাহিম প্রাচীন হাম্বুরাবী আইনের বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে রাজা হাম্বুরাবীর আইন সম্পর্কে জানলেন। সেই আইনের কতটুকু প্রচলিত রোমান আইনের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে ফাহিম সেটি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন।

৩। সুমেরীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'জিগগুরাট' ছিল-
i. ধর্ম মন্দির ii.দেবতা iii. রাজা।
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.২

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সিহাব একটি শহরে বাস করে। সেই শহরের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটগুলো সুপরিকল্পিতভাবে তৈরী। বন্যার সময় নদীর প্লাবনে শহর প্লাবিত হয় এবং ফসলের ক্ষতি হয়। এ পানির দ্বারা সেচ দিয়ে প্রচুর ফসল ফলায় এবং নদীপথে বাণিজ্য করে আর্থিক উন্নতি লাভ করে। তাদের বসতবাড়িগুলো তারা খুব যত্নসহকারে তৈরি করে।

ক. সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরের নাম কী ছিল? ১
খ. কৃষি ও বাণিজ্যে সুমেরীয় সভ্যতা বিখ্যাত কেন? বর্ণনা দিন। ২
গ. উদ্দীপকে সিরাজগঞ্জের কৃষিব্যবস্থার সাথে কোন প্রাচীন সভ্যতার কৃষিব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিশ্লেষণ করুন। ৩
ঘ. সিরাজগঞ্জের সাথে উক্ত সভ্যতার পার্থক্য কোথায়? মতামত দিন। ৪

পাঠ-১.৩ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পরিচয় সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন;
- রাজা হাম্মুরাবীর শাসন ও আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবদান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**রাজা হাম্মুরাবী, এ্যামোরাইট, অ্যাসিরিয়ান, নেবুচাঁদনেজার, ও 'ঝুলন্ত উদ্যান'**

ভূমিকা: মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতা- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার জনক ছিলো সেমিটিক জাতি। এ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে এ্যামোরাইট নামক সেমিটিক জাতি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সেমিটিক জাতির অবদান সর্বাধিক। প্রকৃত পক্ষে সুমেরীয় রাজা ডুঙির মৃত্যুর পর পরই সুমেরীয় সভ্যতার পতন ঘটে। সুমেরীয় সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের ওপর গড়ে ওঠে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য বা সভ্যতা। অ্যামোরাইটরা আরব মরুভূমির উত্তরাঞ্চল থেকে মেসোপটেমিয়ায় এসে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে সভ্যতা গড়ে তোলে। এই সভ্যতাকে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বলা হয়।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

মূলতঃ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা চরম খ্যাতি অর্জন করে বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবীর শাসনামলে। ব্যাবিলনে বসতিস্থাপনকারী এ্যামোরাইটদের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি তেমন উন্নত ছিল না। ব্যাবিলনে রাজ্য স্থাপন করে তারা পূর্বের সুমেরীয় সভ্যতার সবকিছুই গ্রহণ করে। হাম্মুরাবীর 'আইন সংহিতা' ছিল জগত বিখ্যাত। পরবর্তীতে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে।

রাজা হাম্মুরাবী ও ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য

রাজা হাম্মুরাবী (১৭৯২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ছিলেন এ্যামোরাইট জাতির বিখ্যাত নেতা। তাঁর আমলে ব্যাবিলন নতুন সভ্যতায় উদ্ভাসিত হয়। তিনি যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন এবং ইউফ্রেটিস উপত্যকায় ব্যাবিলনে কেন্দ্রীয় রাজ্য স্থাপন করেন ।

নব্য ব্যাবীলনীয় সাম্রাজ্য

হাম্মুরাবীর মৃত্যুর পর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব হয়নি বেশী দিন। এ সময় সুমেরীয় অঞ্চল আবার অনেকগুলো ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিষ্ঠুর সামরিক নীতি প্রয়োগ করে মেসোপটেমিয়ায় বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তারা। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে এ অঞ্চলে উত্থান ঘটে অ্যাসিরিয়ানদের। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে অ্যাসিরিয়ানদের পরাজিত করে সামন্তরাজা নেবুচাঁদনেজার ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে নতুন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্য 'নব্য ব্যাবিলনীয়' সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন নেবুচাঁদনেজার। জেরুজালেম বিজয়ী এ রাজা রাণীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নগর দেয়ালের উপরে এক মনোরম উদ্যান নির্মাণ করেন। এ উদ্যানই বিশ্বখ্যাত 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান' বা 'ঝুলন্ত উদ্যান' নামে পরিচিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম হিসেবে পরিচিত- 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান'।

হাম্মুরাবী আইন

হাম্মুরাবীর কানুন অনুসারে খাজনা দিতে হতো ফসলের এক তৃতীয়াংশ; ফলের বাগান হলে দিতে হতো দুই-তৃতীয়াংশ। খাজনা দিতে দেরী হলে এবং সুদ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যর্থ হলে তাকে দাস বানানো হতো। ১৯০১-০২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সুসা নামক স্থানে ফরাসি পুরাতত্ত্ববিদ এম.ডি. মরগান একটি বিশাল শিলাখণ্ডে প্রাচীন ব্যাবীলনীয়দের একটি লিপি আবিষ্কার করেন। রাজা হাম্মুরাবী স্বীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার্থে প্রচলিত স্থানীয় নীতি ও আইন কানুন সংস্কার করে একটি সর্বজনস্বীকৃত বিধিবদ্ধ আইন তৈরী করেন। ইতিহাসে তা হাম্মুরাবীর 'আইন সংহিতা' (Code of Hammurabi) বলে খ্যাত। তবে হাম্মুরাবীর প্রণীত আইন সুমেরীয় রাজা ডুঙির আইন দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত। প্রস্তর স্তম্ভে

বিধানমালা খোদিত করে রাজা হাম্মুরাবী বিভিন্ন মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিস যাদুঘরে (ল্যুভর যাদুঘর) সংরক্ষিত এই স্তম্ভে সর্বমোট ২৮২টি বিধি উৎকীর্ণ রয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধ, পারিবারিক, বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মাবলী, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি-এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাম্মুরাবীর প্রণীত আইন পরবর্তীকালে রোমান আইন (Roman Law) এবং পাশ্চাতের আইন-কানুনকে প্রভাবান্বিত করে।

হাম্মুরাবীর বিধানমালা খোদিত প্রস্তর স্তম্ভ

ধর্ম বিশ্বাস

ব্যাবিলনীয়রাও অন্যান্য সভ্যতার মতো দেবদেবীর পূজা-অর্চনায় বিশ্বাসী ছিল। 'মারডক' (Marduk) নামক সূর্যদেবতার পূজা ব্যাবিলনীয় সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা প্রণয়ের দেবী ইসতার, বায়ুর দেবতা মারুসহ অসংখ্য নগর দেবতা ও ছোটখাট দেবদেবীর পুজা করত। অশরীরী প্রেতাত্মার শক্তিতেও তারা বিশ্বাসী ছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়নরা আলাদা কৃতিত্বের দাবীদার ছিল শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে। তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল এবং তাদের ভাষার ৩৫০টি ধ্বনি চিহ্ন ছিল। শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাবিলনীয় সমাজে এক ধরণের শিক্ষালয় চালু ছিল। সেখানে নরম ও ভিজা কাদার মধ্যে কাঠি দিয়ে লেখার লিখন পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। একে কিউনিফর্ম বা 'কীলকাকার লিখন পদ্ধতি' বলা হয়। লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়াই ছিল এই শিক্ষালয়ের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হতো। বিদ্যালয়ের দেওয়ালে লিখা হতো "লিখন পদ্ধতিতে যে উৎকর্ষতা অর্জন করবে, সে সূর্যের ন্যায় কিরণ দেবে।" সুমেরীয় সভ্যতার ন্যায় ব্যাবিলনীয় সমাজেও সাহিত্য চর্চা ছিল। সুমেরীয়দের 'গিলগামেশ' উপাখ্যানের উৎস থেকে ব্যাবিলনীয় কবি সাহিত্যিকগণ অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা

ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। সে সময় ব্যবিলনে ৫৫০ রকমের ওষুধের প্রচলন ছিল। ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখেন। তারা তারকা মন্ডল, সূর্য ও রাশিচক্র সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল এবং এ সম্বন্ধে যুক্তি সংগত ধারণাও লাভ করেছিল। গণিত শাস্ত্রে ব্যাবিলনীয়রা বুৎপত্তি অর্জন করে। দশমিকের প্রচলন, বীজগণিতে সরল সমীকরণ, পরিধি, ব্যাসের অনুপাতের মানস্থিত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। জ্যোতিষীগণ একধরণের জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ির আবিষ্কার ও ব্যবহার আয়ত্ত্ব করেছিল। এছাড়া বর্ষপঞ্জিকাকে বছর, মাস ও দিনে বিভক্ত করে ব্যবহার করার কৌশলও তারা আবিষ্কার করে।

ভাস্কর্য

ব্যাবিলনীয়রা ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতি লাভ করেছিল এবং বিভিন্ন পাথরের স্তম্ভে ব্যাবিলনীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে চুনাপাথরের স্তম্ভে শ্মশ্রুমন্ডিত এবং নক্শাকৃত পোশাকে হাম্মুরাবীকে খোদিত করা হয়েছে। এ ছাড়া হাম্মুরাবীর ২৮২টি আইন নিখুঁত ও বিন্যাস্তকৃত পাথরে খোদাই করা হয়েছে। এভাবে ভাস্কর্য শিল্পে ব্যাবিলনীয়রা অনবদ্য অবদান রেখে গেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যালনীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

মেসোপটেমিয়ায় আগত এ্যমোরাইট জাতি ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে। এই এ্যমোরাইট জাতির বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবী পৃথিবীর প্রথম আইন প্রণেতা বলে বিবেচিত। তারকা মণ্ডল, সূর্য ও রাশিচক্র সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল এবং এ সম্বন্ধে যুক্তি সংগত ধারণাও লাভ করেছিল। জ্যোতিষীগণ এক ধরণের জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ির আবিষ্কার ও ব্যবহার আয়ত্ত্ব করেছিল। এছাড়া বর্ষপঞ্জিকাকে বছর, মাস ও দিনে বিভক্ত করে ব্যবহার করার কৌশলও তারা আবিষ্কার করেন। পরবর্তী গ্রিক, রোমান ও পারসিক সভ্যতা ব্যাবিলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিচার ব্যবস্থার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে-
ক. খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে খ. খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০ অব্দে
গ. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে ঘ. খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে

২. ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মাণ করেন-
ক. রাজা হাম্মুরাবী খ. রাজা নেবুচাঁদনেজার
গ. রাজা নেবোপলেসার ঘ. রাজা সারগন
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শাহাদাত বিভিন্ন সভ্যতা সম্পর্কে জানতে গিয়ে একটি উদ্যান সম্পর্কে জানলেন। অবাক হয়ে এ সম্পর্কিত প্রশ্ন করলেন এক বন্ধুকে এবং তার নিকট থেকে সেখানকার মানুষের আবিষ্কার সম্পর্কেও ধারণা হল। সে সময়ে রাজা তাঁর রাণীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নগর দেয়ালের উপরে এক মনোরম উদ্যান নির্মাণ করেন।

৩. ব্যাবিলনীয়রা কত ধরণের ঘড়ি আবিষ্কার করে -
i. এক ধরণের ii. দু' ধরণের iii. চার ধরণের
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৩

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

২০১৫ সালে সুমাইয়া আক্তার নামের শিক্ষার্থী রংপুর সরকারি কলেজের অনার্সের শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হওয়ায় তার পাষণ্ড স্বামী হাতের চারটি আঙ্গুল কেটে নেয়। তার অপরাধ ছিল স্বামীর অসম্মতিতে কলেজে ভর্তি হওয়া এবং পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া। আইনের শাসন ও সমাজের মানুষ মেয়েটির পাশে দাড়ানোর ফলে তার স্বামী ভুল বুঝতে পারল। সুমাইয়া আক্তারের ফলাফলে সন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর বিশ্বাস ও অগাধ ভালবাসায় সিক্ত হয়ে সুমাইয়ার জীবন সুখময় হয়ে উঠল।

ক. ব্যাবিলনের শূণ্য উদ্যান নির্মাণ করেন কে? ১
খ. হাম্মুরাবীর আইন জগত বিখ্যাত ছিল-ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি আপনার পঠিত গ্রন্থের প্রাচীন সভ্যতার সাথে তুলনা করুন। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার নব্য ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিন। ৪

পাঠ-১.৪ পারসিক সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আর্য জাতি কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানতে পারবেন;
- পারস্য সভ্যতায় সাসানীয় বংশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন ও
- প্রাচীন সভ্যতায় পারসিকদের অবদান ও পারসিক ধর্ম (জরথুস্ত্রবাদ) সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**রাজা দারিয়ুস, রাজা ক্যামবিসাস, জারেক্সস, জরথুস্ত্র ধর্ম, পাসারগাডের রাজপ্রাসাদ ও 'যেন্দাবেস্তা'**

রাজা দারিয়ুস

রাজা ক্যামবিসাস আততায়ীর হাতে নিহত হলে দারিয়ুস নামক এক সামন্ত অভিজাত খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ অব্দে পারস্যের সম্রাট নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনামলে পারস্য গ্রীক ও রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রাজা দারিয়ুসের মৃত্যুর পর তার পুত্র জারেক্সস পারস্য শাসন করেন। পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ দিকে দুর্বল শাসনের কারণে রাজশক্তির ক্ষয় হয়। ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার পারস্য আক্রমণ করে দখল করে নেন। ৩৩০ থেকে ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পারস্য যা বর্তমানে ইরান; গ্রিক শাসনাধীনেই ছিল।

পারস্যে সাসানীয় বংশ

প্রায় এক শতাব্দীকাল গ্রিক শাসনের পর পার্থিয়ানগণ পারস্য শাসন করেন। অতঃপর ২২৬ খ্রিস্টাব্দে আর্দাশির নামক এক নেতার নেতৃত্বে পারস্যে সাসানীয় বংশের রাজত্ব শুরু হয়। ইতিহাসে তা সাসানীয় সাম্রাজ্য বলে পরিচিত। এই সময় পারস্যে জরথুস্ত্র ধর্ম প্রবর্তিত হয়। আর্দাশির এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম শাহপুরের (২৪০-৩০৯ অব্দ) রাজত্বকালে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং শিল্পকর্মে নবজাগরণ পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় শাহপুর (৩০৯-৩৭৯ অব্দ) পারস্যের সিংহাসনে আরোহন করে বীর বিক্রমে রোমানদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সাসানীয় রাজা পারভেজ খসরুর সময়ে আরবের মক্কায় হযরত মুহম্মদ (সা:) ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা:) এর শাসনামলে আরব মুসলমানদের নিকট পরাজিত হবার পর পারস্যে সাসানীয় রাজবংশের পতন ঘটে এবং ইসলামী সভ্যতার সূত্রপাত হয়।

লিখন পদ্ধতি

আরামীয় ও প্রাচীন পারসিয় এই দুই ধরনের ভাষা পারস্যে প্রচলিত ছিল। রোমান হরফে যেমন ইংরেজী লেখা হয় তেমনি আরামীয় হরফে প্রাচীনকালে পারসি লেখা হতো। পারসিকরা তাদের লিখন পদ্ধতি হিসেবে শুরু থেকে কিউনিফর্ম লিপির ব্যবহার করতো। পারসিকরা ৩৯টি বর্ণমালা বিশিষ্ট এক লিখন পদ্ধতির প্রবর্তন করে। পারস্যসহ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পারসিকরা মুদ্রার ব্যাপক প্রচলনও ঘটায়।

স্থাপত্য শিল্প

পারসিকদের স্থাপত্য শিল্পে প্রভূত অবদান পাওয়া যায় প্রাসাদ শিল্পে। স্থাপত্যশিল্পে পারসিকরা ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় রীতির মিশ্রণ ঘটায়। কিন্তু তাদের স্থাপত্যে মেসোপটেমীয়দের মতো খিলান পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। তাঁরা খিলানের পরিবর্তে মিসরীয় স্থাপত্যরীতি অনুসারে স্তম্ভ ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে মিসরীয় প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অন্যান্য সভ্যতার স্থাপাত্যে যেখানে ধর্মীয় মন্দির নির্মাণ অধিক গুরুত্ব পেয়েছে- সেখানে পারসিকরা প্রাসাদ নির্মাণে এগিয়ে ছিল। বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে আজও দারিয়ুদের প্রাসাদ (সুসা প্রাসাদ), সাইরাসের সমাধি, পাসারগাডের রাজপ্রাসাদ পারস্য স্থাপত্য শিল্পের অনন্য সাক্ষ্য বহন করছে।

পারসিক ধর্ম

জরথুস্ত্র ধর্মের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে। সম্রাট আর্দাশিরের আমলে এই ধর্ম রাজকীয় মর্যাদা লাভ করে। জরথুস্ত্র ধর্মের উপাস্য দেবতার নাম ছিল 'আহুরামাযদা'। তিনি মঙ্গলের দেবতা এবং তার প্রতীক অগ্নি। এই কারণে পারসিকদের অগ্নি উপাসক বলা হয়। তাদের ধর্মমতে, 'আহ্রিমান' হলেন অমঙ্গলের দেবতা। অগ্নি উপাসক পারসিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন। জরথুস্ত্রের মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা ধর্মগুরুর বাণী লিপিবদ্ধ করে রাখে। এই ধর্মগ্রন্থের নাম 'যেন্দাবেস্তা'। যেন্দাবেস্তার মূল বিষয় ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ-নরক, ভাল মন্দ। তবে এই ধর্ম বর্তমানে পারস্যে আর প্রচলিত নয়। জরথুস্ত্রবাদ দীর্ঘদিন তার মূল অবস্থায় টিকে থাকতে পারেনি। ধীরে ধীরে এ মতবাদের মধ্যে কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা প্রবেশ করে। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অল্প কিছু দেশের খুব কম সংখ্যক লোক এখন এ ধর্মের অনুসারী। সমকালীন বিশ্বের ধর্মাচারণে জরথুস্ত্রবাদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছিল। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল চারটি- ক. দ্বৈতবাদ, খ. চূড়ান্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস, গ. একটি নৈতিক ধর্ম, ঘ. একটি ঐশী ধর্ম।

পারস্য সভ্যতার পতন

প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার পর্যালোচনায় পারসিকদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তারা এসেরীয়দের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোকে উন্নততর রূপ দিয়ে প্রায় ২০০ বৎসর স্থায়ী একটি সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের পূর্বে আর কোন রাষ্ট্র কাঠামো পারসিকদের মত দক্ষ সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। পারসিকদের ধর্মে মৌলিকত্বের ছাপ ছিল। একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যেও প্রতিষ্ঠাতা পারসিকগণ অধিকৃত অঞ্চল সমূহের সাংস্কৃতির সমন্বয় করে বিশ্বসভ্যতায় এক অনন্য ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক মানুষ জরথুস্ত্র ধর্মের অনুসারী হবার কারণগুলো লিখুন?

সারসংক্ষেপ :

পারসিকরা সমগ্র মেসোপটেমিয়া অঞ্চলসহ ক্যালডীয় সাম্রাজ্য অধিকার করে সভ্যতার সূচনা করে। পরবর্তীতে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত পারস্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তার ঘটে। ফলে পারসিকরা যেমন অন্য দেশ ও সভ্যতা থেকে শিক্ষা সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তেমনি পারস্যের অনেক কিছুই অন্যান্য দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিতে বিস্তার ঘটে। পরবর্তী সভ্যতা ও ধর্মতত্ত্বের ওপর পারস্য প্রভাব অত্যধিক ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ৩৩০ থেকে ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পারস্য যা বর্তমানে ইরান ছিল -

ক. গ্রীক শাসনাধীনে | খ. রোমান শাসনাধীনে
গ. সাসানীয় শাসনাধীনে | ঘ. মেসপোটেমীয় শাসনাধীনে

২. জরথুস্ত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কি -

ক. আহরিমান | খ. বেদ
গ. মহাভারত | ঘ. 'যেন্দাবেস্তা'

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শাকের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানতে গিয়ে নতুন একটি ধর্ম সম্পর্কে জানলেন। যার উৎপত্তি স্থলে এধর্মের অনুসারী খুবই কম। তবে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে স্বল্প সংখ্যক অনুসারী রয়েছে। বিষয়টি তাকে অবাক করল, তিনি ভাবলেন অনুসারী ছাড়া ধর্মের পরিচিতি পায় না।

৩. খলিফা হযরত উমর (রা:) এর শাসনামলে পতন ঘটে পারস্যের -

i. সাসানীয় রাজবংশের
ii. দারিয়ুস রাজবংশের
iii. জারেক্সস রাজবংশের

কোনটি সঠিক?

(ক) i | (খ) ii
(গ) iii | (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৪

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

পাল বংশের রাজা ধর্মপাল সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য জনগণের অধিকার সংবলিত একটি সংবিধান রচনা করেন। উক্ত সংবিধানে নাগরিক জীবনের সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে। রাজা- কৃষি ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। অবাধ্য কৃষকদের শাস্তির ব্যবস্থা রেখে তিনি কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি সাম্রাজ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ণমালা শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চতর গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।

ক. পারস্যের বিখ্যাত রাজা কে ছিলেন? ১

খ. প্রাচীন পারস্যের ধর্মমত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষিব্যবস্থার সাথে পারস্যের কৃষিব্যবস্থার মিলগুলো নির্ণয় করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পারস্যের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-১.৫ হিব্রু সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিব্রু জাতির উৎপত্তি ও পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হিব্রু সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হিব্রু ধর্ম সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**হিব্রু জাতি, ইসরাইল, জুদাহ রাজ্য, জেরুজালেম, একেশ্বরবাদ ও 'অ্যাপক্রিপা'**

হিব্রুদের পরিচয়

হিব্রু জাতি প্রাচীন মিসরীয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতার পর প্রাচীন মানব সভ্যতায় অবদান রেখেছিল। হিব্রুরাই ইহুদী ধর্মের অনুসারী এবং ইসরাইলী জাতি হিসেবে সমধিক পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন ফোরাত নদীর (ইউফ্রেটিস নদী) অপর পাড় থেকে যে সব মানবগোষ্ঠী বিতাড়িত হয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে-তারাই হিব্রু জনগোষ্ঠী। হিব্রু শব্দের অর্থ 'বিদেশী' (Alien) থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই নৃতাত্ত্বিক অর্থে হিব্রুরা কোনো নির্দিষ্ট জাতি নয়। মিসরীয় ও ব্যাবিলনীয় উৎস থেকে আহরিত হয়েছিল হিব্রু সভ্যতার অনেক উপাদানই ।

হিব্রুদের রাজনৈতিক ইতিহাস

হিব্রু জাতি খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে তাদের আদি পুরুষ ইব্রাহিমের (আ:) (আব্রাহাম) নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় একত্রে বসবাস শুরু করে। অতঃপর ইব্রাহিমের (আ:) এর পৌত্র ইয়াকুব (আ:) (জ্যাকব) হিব্রুদের নিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেন। ইয়াকুব এর অপর নাম 'ইসরায়েল' থেকেই উক্ত জাতি ইসরাইলী নামে পরিচিতি। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইসরাইলীরা দুর্ভিক্ষে পতিত হলে প্রতিবেশী মিসরে গমন করে কিন্তু সেখানে তারা ফারাওদের অধীনে দাসত্ব বরণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-১২৫০ অব্দে নবী মুসা (আ:) (মোজেস) মিসরে আবির্ভূত হয়ে হিব্রুদের মুক্ত করে সিনাই উপদ্বীপে উপস্থিত হন। এখানে এসে হিব্রুরা দেবতা যেহোভা'র উপাসনা শুরু করে। অতঃপর দাউদ (আ:) (ডেভিড) এর নেতৃত্বে তারা প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন) দখল করে এবং জেরুজালেম শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। দাউদ (আ:) হিব্রু জাতিকে সুসংহত করেন। তাঁর এর মৃত্যুর পর সুলায়মান (আ:) (সলোমন) হিব্রুদের রাজা মনোনীত হন। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী ও সুপণ্ডিত। খ্রিস্টপূর্ব ৯৩৫ অব্দে সুলায়মান (আ:) মৃত্যুবরণ করলে হিব্রু জাতির পতন শুরু হয়। জেরুজালেম রাজ্য দ্বিখন্ডিত হয়ে উত্তরে ইসরাইল এবং দক্ষিণে 'জুদাহ রাজ্যে' বিভক্ত হয়। পরে এ্যাসিরীয়গণ হিব্রুরাজ্য এবং ক্যাল্ডীয় রাজা নেবুচাঁদনেজার 'জুদাহ' রাজ্য দখল করেন। প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে হিব্রু জাতির উত্থান সভ্যতার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

হিব্রু জাতির বসবসাসের অঞ্চল

হিব্রু ধর্ম

তাওরাত বা ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament) হিব্রু ধর্মের (ইহুদী জাতির) প্রধান ধর্মগ্রন্থ। মুসা (আ:) এর নেতৃত্বে তারা একেশ্বরবাদের প্রতীক হিসেবে যেহোভার আরাধনায় আকৃষ্ট হয়। মুসা (আ:) এর মৃত্যুর পর হিব্রু ধর্ম কুসংস্কারে পতিত হয়। নিরাকার আল্লাহর স্থলে জেহোভাকে তারা আকার-বিশিষ্ট একেশ্বর বলে মনে করত। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে পারস্যের হাতে জেরুজালেমের পতন ঘটলে হিব্রুরা পারস্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন বন্দীদশায় থাকার পর এক পর্যায়ে হিব্রুদের মধ্যে নব চেতনার উদ্ভব হয়। এ যুগে ইহুদীরা জরথুস্ত্র ধর্মের প্রভাবে আসে এবং আবার একেশ্বরবাদে আকৃষ্ট হয়।

হিব্রু আইন

হিব্রুদেরও আইন তৈরীতে এ্যামোরাইটদের ন্যায় যথেষ্ট অবদান আছে। তবে তাদের আইন অনেকটা হাম্মুরাবীর আইনের দ্বারা প্রভাবিত। ব্যাবিলনীয় আইনের অনুকরণে তারা যে আইন তৈরী করে তা 'ডিউটোরোনোমিক কোড' নামে পরিচিত ছিল। এই কোড হাম্মুরাবীর আইনের চেয়ে অনেকটা পরিশুদ্ধ বলে মনে করা হয়। তাদের প্রণীত অনুশাসনে গরীব-দুঃখীদের স্বার্থরক্ষা, মানবতা, সুক্ষ্ম বিচার, সুদ গ্রহণে শাস্তির ব্যবস্থা এবং দাসদের মুক্তির যথাযথ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে এই আইনের প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা মজবুত হয়।

হিব্রু সাহিত্য

হিব্রুদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের সাহিত্য কর্ম 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament) এবং 'অ্যাপক্রিপা'য় (Apocryphal) লিপিবদ্ধ রয়েছে। মুসার (আ:) এর অনেক বাণী ওল্ড টেস্টামেন্টে সংগৃহীত করা হয়েছে। "উইজডম অব সলোমন" একটি শ্রেষ্ঠ ইহুদী সাহিত্য গ্রন্থ। এ ছাড়া "সোলেমানের গীতিকা" (Songs of Solomon) হিব্রুজাতির জনপ্রিয় গীতিকা। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament) এর দ্বিতীয় পুস্তক ('The Book of Exodus') ছিল মূলত মুসা (আ:) এর জীবনবৃত্তান্ত। ষষ্ট পুস্তকটি ('The Book of Joshus') মহাকাব্যের মানসম্মত ছিল। এখানে হিব্রু বীর ও জনগনের ঘটনাবহুল জীবন কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অষ্টম পুস্তকে ('The Book of Ruth') নারীদের অবস্থান ও চরিত্র করুণ রসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। হিব্রু শিল্পকলা এবং স্থাপত্য অতুলনীয়। দাউদ (আ:) জেরুজালেমকে ঐশ্বর্যশালী তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। জেরুজালেমে এখনো অনেক স্থাপত্য তাঁর কীর্তি বহন করছে যা আজও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

হিব্রু দর্শন

গ্রীকদের পূর্বে হিব্রুরা বিস্ময়কর দর্শনের জন্ম দিতে পেরেছিল। এই দর্শন মানুষ ও জীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা দিয়েছিল। পুরাতন টেস্টামেন্টে তাদের অনেক দার্শনিক-মতবাদ পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ করে 'Book of Proverbs' এবং 'Apocryphal Book of Ecclesiasticus'- পুরাতন টেস্টামেন্টের এই দুই অংশে হিব্রুদের প্রাথমিক দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে।

পারস্য প্রভাবের ফল

হিব্রু ধর্ম উন্নয়নের চূড়ান্ত স্তর ছিল পারস্য প্রভাবের ফল। এই স্তর ছিল ৫৩৯ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। পারস্য প্রভাবের এ সময় ইহুদী ধর্মে একটি বড় রকমের অলোড়ন হচ্ছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরজীবন ও অশুভ শক্তি হিসেবে শয়তানের অস্তিত্বের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। জাগতিক জীবনের ভোগ বিলাশের চেয়ে হিব্রুদের কাছে পরজীবনের শান্তির প্রশ্নটিই বড় হয়ে পড়ে। যাতে হিব্রু ধর্মে একেশ্বরবাদী চেতনার কঠোরতার প্রকাশ ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**হিব্রু জাতির বিভিন্ন শহর ও নেতাদের তালিকা তৈরী করুন।**

হিব্রু জাতির আদি পুরুষ কে?	তাদের শহরের নাম কী?	হিব্রু নেতাদের নাম কী?

সারসংক্ষেপ :

মধ্য এশিয়া ও নিকট প্রাচ্যের যেসব সভ্যতা আমাদের আধুনিক সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে তাদের মধ্যে হিব্রু সভ্যতা অন্যতম। হিব্রু সভ্যতা পূর্ববর্তী সভ্যতার অনেক কিছু আত্মস্থ করেছিল বটে কিন্তু হিব্রু সভ্যতার মৌলিক কিছু সৃষ্টিও আছে। বিশেষ করে একেশ্বরবাদের প্রবক্তা ইহুদীরা ধর্মে নৈতিকতা এবং পবিত্রতা রক্ষায় অধিক ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হিব্রু শব্দের অর্থ-
   ক. দেশী খ. যাযাবর
   গ. বিদেশী ঘ. স্থানীক

২. হিব্রু জাতির আদি পুরুষ-
   ক. আব্রাহাম খ. সোলেমান
   গ. ডুঙি ঘ. ডেভিড

৩. হিব্রুদের প্রধান দেবতা
   ক. উরিয়া খ. জেহোভা
   গ. ওসিরিয় ঘ. জেকব

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আরেফিন সভ্যতা সম্পর্কে জানতে গিয়ে প্রাচীন হিব্রু জাতি সম্পর্কে জানলেন। হিব্রু জাতির সাথে তিনি ইহুদী জাতির মিল লক্ষ্য করলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন।

৪। ইসলামের মতো একেশ্বরবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?
   (ক) খ্রিষ্ট ধর্ম (খ) হিন্দু ধর্ম
   (গ) বেদ (ঘ) ইহুদী ধর্ম।

   কোনটি সঠিক?
   (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৫

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

শিরিন সুলতানা দীর্ঘদিন ধরে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে চলেছেন। সম্প্রতি তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ''এ সমাজই একটি সময় মনে করত কন্যা সন্তান জন্মদান অপমানজনক।'' এ অবস্থার উত্তরণে বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা অন্দোলন সফল হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

ক. ইহুদী জাতির ধর্মের নাম কী? ১
খ. হিব্রুদের জাতিগত পরিচয় ব্যাখ্যা দিন। ২
গ. উদ্দীপককে শিরিন সুলতানার বক্তব্যে কোন সভ্যতায় নারীর অবস্থা ফুটে উঠেছে? মূল্যায়ন করুন। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার সাথে বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১.৬ গ্রিক সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রিক সভ্যতার উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হেলেনিক ও হেলেনিষ্টিক সভ্যতার পার্থক্য বুঝতে পারবেন ও
- গ্রিক দর্শন-সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বলকান উপকূল, 'ওসেনিয়ান' (সাগরীয়) সভ্যতা, 'হেলাস' 'ইলিয়ড' এবং 'ওডিসি'**

গ্রিক সভ্যতার উৎপত্তি স্থল

ইউরোপ মহাদেশের গ্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাচীন কয়েকটি শহরকে কেন্দ্র করে গ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। বলকান উপকূলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত গ্রিক প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী বিস্তৃত। ভূ-প্রকৃতিই দেশটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে; দক্ষিণ গ্রিস, মধ্য গ্রিস ও উত্তর গ্রিস। মেসিডোনিয়ান অধিপতি আলেকজাণ্ডারের শাসনামলে এ সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে আধুনিক মিসর, ইসরাইল, প্যালেষ্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও ইরান হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর, ইজিয়ান সাগর দ্বারা বেষ্টিত থাকার কারণে গ্রিক সভ্যতাকে 'ওসেনিয়ান' (সাগরীয়) সভ্যতা বলা হয়। অপরদিকে মিসর, ব্যাবিলন সভ্যতা ছিল নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা।

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা

গ্রিকদের রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রাচীন গ্রিক সমাজের বিশেষত্ব দাসপ্রথা, গ্রিকদের আগে আর কোন সমাজই দাসত্বের বুনিয়াদের উপর গড়ে ওঠে নাই। গ্রিকদের আদি বাসস্থান গ্রিসে নয়। গ্রিসে আসার পূর্বে তারা থিসালি ও এপিরাসে বাস করত। গ্রিক সভ্যতার সূচনাকাল থেকে পতন পর্যন্ত এর রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে, এ সভ্যতাকে ২টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা: ১. হেলেনিক যুগ, ২. হেলেনিস্টিক যুগ।

হেলেনিক সভ্যতা

গ্রিক সভ্যতায় দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তর হেলেনিক সভ্যতা এবং দ্বিতীয় স্তরে হেলেনিস্টিক সভ্যতা। গ্রিকরা তাদের 'হেলাস' বলতো। তাই গ্রীক সভ্যতার উন্মেষ বা আদিপর্ব হেলেনিক যুগ। কেবল গ্রিক উপদ্বীপ কেন্দ্রিক এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র বিন্দু ছিল এথেন্স। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ৩৩৬ অব্দ পর্যন্ত হেলেনিক যুগ বিদ্যমান ছিল। অতঃপর রাজা ফিলিপ কর্তৃক মেসিডোনিয়া কেন্দ্রিক নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে গ্রিকরা ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। গ্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে বাইরের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে পরবর্তীতে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয় তা-ই হেলেনিস্টিক যুগের সভ্যতা। হলাস'

হোমারিক যুগ (১২০০-৮০০ খ্রি :)

গ্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে আদিকালকে 'হোমারিক যুগ' বলা হয়। গ্রিক কবি হোমারের নাম থেকে এ যুগের নামকরণ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৮০০ অব্দ পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি। বিখ্যাত কবি হোমার 'ইলিয়ড' এবং 'ওডিসি' নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করেন। তার রচনাবলী থেকে গ্রিক ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, লোক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হোমারিক যুগে সমগ্র গ্রিস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামীণ সংস্থায় (Village/Rural Community) বিভক্ত ছিল এবং স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হতো।

নগর রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ ও গণতান্ত্রিক এথেন্স

খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে হোমারিক যুগের অবসান ঘটে। হোমারিক যুগের গ্রাম সম্প্রদায়গুলি ভেঙ্গে কালক্রমে নগর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এথেন্স, থিব্স, মেগারা, স্পার্টা এবং করিন্থ প্রভৃতি নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এগুলির মধ্যে এথেন্স ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারক বাহক। এথেন্সই ছিল গ্রিসের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ৫৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সোলন নামক একজন সংস্কারক এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁর পদক্ষেপসমূহ (১) ৪০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠন, (২) সংসদ বা সাধারণ পরিষদে নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি, (৩) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সুপ্রীম কোর্ট গঠন। এছাড়া প্রশাসন ও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি অবদান রাখেন। এই সংস্কারের ফলে এথেন্সের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্লিস্থিনিস্

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দে ক্লিস্থিনিস জনগণের সহায়তায় এথেন্সের ক্ষমতায় আসেন। তিনি এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রতিভূ (Father of Athenian Democracy) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এ সময়ে পারস্য কর্তৃক গ্রিস আক্রান্ত হয় এবং দীর্ঘ দিন গ্রিক-পারস্য যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

গ্রিক-পারস্য যুদ্ধ

পারস্যের অ্যাকামেনীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরাস। তিনি প্রথমে গ্রিক অভিযান করেন এবং নগর রাষ্ট্র সমূহের ওপর ধ্বংসলীলা চালান। সাইরাসের পর পারস্য সম্রাট দারিয়ুস গ্রিক আক্রমণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে ম্যারাথন নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে গ্রিকরা পারস্য বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে। উল্লেখ এ যুদ্ধের ঘটনাকে স্মরণ করে পরবর্তীতে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। প্রতি ৪ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করত। ফলে এ খেলার সূত্র ধরে পারস্পরিক শত্রুতা অপসারিত হয়ে গ্রিকদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। ম্যারাথনে পরাজয়ের পর দারিয়ুসের পুত্র জারেক্সস খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে গ্রিক যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু থার্মোপলীর যুদ্ধে পারস্য বাহিনী আবার পরাজিত হয়। গ্রিকদের বিজয়ের ফলে গ্রিক গণতন্ত্র আরো সুদৃঢ় হয় এবং গ্রিসের মূলভুখণ্ড থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত গ্রিক গণতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে। গ্রিক গণতন্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আজও স্বরণীয়।

পেরিক্লিসের যুগ

দেশাত্মবোধে উজ্জিবিত গ্রিকরা এথেন্সের নেতৃত্বে এক সমৃদ্ধিশালী গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই বিকশিত গণতন্ত্র ও সমাজকে আরো চূড়ান্ত শিখরে তোলেন বিখ্যাত পেরিক্লিস। তাঁর সময়ে (খ্রিঃ পূর্ব ৪৬১-৪২৯) সমগ্র গ্রিসের গণতন্ত্র, স্থাপত্যকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম বিকাশ লাভ করে। এই কারণে তাঁর সময়কালে পেরিক্লিসের যুগ বলা হয়। পেরিক্লিসের সময়ে নাট্যকার সোফোক্লিস, দার্শনিক এনাক্সগোরাস, নাট্যকার ইউরিপিডিস রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

হেলেনিক সভ্যতার পতন

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসের দুটি শক্তিশালী নগর রাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এ সময় স্পার্টা নগর রাষ্ট্রটি বরাবরই সামরিকতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা ইতিহাসে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১-৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বলে খ্যাত। এই যুদ্ধে এথেন্সের পতন ঘটে এবং স্পার্টা এথেন্স দখল করে নেয়। যার ফলে হেলেনিক সভ্যতারও পতন ঘটে।

হেলেনিস্টিক যুগ

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তর গ্রিসের মেসিডোনীয় রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেসিডোনীয় রাজা ফিলিপ, এথেন্সসহ সমগ্র গ্রিক রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। রাজা ফিলিপের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ইউরোপসহ শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য অধিকৃত হয়। আলেকজান্ডার এখন পারস্য, মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের সম্রাট। ফলে গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রাচ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক

নতুন যুগের সূচনা হয়। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি। তাই এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলেকজান্দ্রিয়ান বা হেলেনিস্টিক সভ্যতা বলে পরিচিত।

গ্রিক দর্শন ও সংস্কৃতি

পৃথিবী ব্যাপী সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীক দর্শন গোটা বিশ্বের দর্শন ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে। অদ্যাবধি জ্ঞানের জগতে যে সকল গ্রিক কবি দার্শনিক জ্ঞানের আলোক বর্তিকা বিতরণ করেছেন তাদের মধ্যে বিশ্ব বিখ্যাত শিক্ষাগুরু সক্রেটিস। সক্রেটিস এর ছাত্র প্লেটো ও প্লেটো এর ছাত্র এ্যারিস্টটল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রিক দার্শনিকদের যুক্তি, ব্যাখ্যা ও দর্শন জগতকে সমৃদ্ধিশালী করে। এই সকল যুক্তিবাদী দার্শনিককে সফিস্ট বলা হয়। গ্রিক দর্শনে অন্যতম দার্শনিক সক্রেটিস নিজের সত্য প্রকাশে অনড় থেকে শাসকের নির্দেশে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিখ্যাত উক্তি 'নিজেকে জানো' (Know Thyself)। তাঁর শিষ্য প্লেটো এবং প্লেটো শিষ্য এ্যারিস্টটলের সর্বকালের বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। প্লোটো বারো বছর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে 'একাডেমি' নামে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শিক্ষাগুরু প্লেটোর সাথে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মতের কিছুটা অমিল ঘটলে এ্যারিস্টটল নিজেই 'লাইসিয়াম' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ সিম্পোজিয়াম, রিপাবলিক এবং লজ প্রভৃতি। এ্যারিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ লজিক, ফিজিক্স এবং পলিটিক্স প্রভৃতি। এ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্স' (Politics) গ্রন্থে রাজনীতি, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে মতামত তুলে ধরা হয়েছে। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি রিপাবলিক'। আর বিশ্ববিজেতা আলেকজান্ডার নিজেও একজন দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন দার্শনিক প্লেটো।

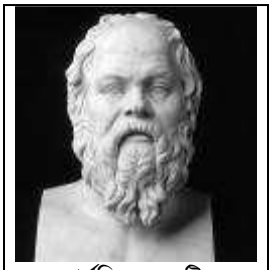
দার্শনিক সক্রেটিস

গ্রিক সাহিত্য

হোমারিক যুগে গ্রিক সাহিত্যের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। যদিও হোমারের সাহিত্য নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'তে গ্রিকদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হোমারিকযুগের পরে গ্রিক সমাজে গীতিকাব্য ও শোক গাথার আবির্ভাব ঘটে। এ সকল শোক গাথায় ব্যক্তিগত প্রণয়কাহিনীর বিবরণ রয়েছে। সোলোন ছিলেন একজন বিখ্যাত গীতি কাব্য রচয়িতা। এছাড়া বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন এসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস প্রমুখ।

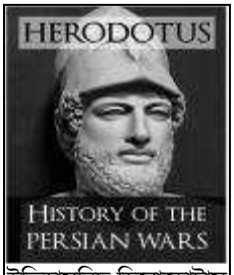

ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস

গ্রিক ইতিহাস

ইতিহাসের জনক ছিলেন গ্রিসের বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (৪৮৪-৪২৫ খ্রি:পূর্ব)। ইতিহাস শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'হিস্ট্রি' শব্দটি গ্রিক ভাষার শব্দ। তিনি মিসর, পারস্য ও ইতালি ভ্রমণ করে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়া জেনোফার নামে এক ব্যক্তি ইতিহাস সংগ্রহে খ্যাতি অর্জন করেন।

গ্রিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান সাধনায় হেলেনিস্টিক যুগেও অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হয়। সে সময়ে ইতিহাস গবেষণায় পলিবিয়াস, জ্যোর্তিবিদ্যায় এ্যারিস্টটল ও হিপারকাস, গণিতে বিখ্যাত পিথাগোরাস ও ইউক্লিড প্রমুখ মনিষীগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	গ্রিক সভ্যতার বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

গ্রীক সভ্যতার বড় বৈশিষ্ট্য 'চিন্তার স্বাধীনতা'। এ সময়ে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার প্রতি স্পৃহা জাগে এবং আত্মার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ সভ্যতায় ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়। পুরোহিতদের কব্জা থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ নিজের বিবেক বুদ্ধি ও মননশীলতাকে প্রাধান্য দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গ্রিক সভ্যতার দুটি স্তর রয়েছে-
   ক. হেলেনিক এবং হেলেনিস্টিক সভ্যতা খ. হেলাস এবং হেলেন সভ্যতা
   গ. গ্রিস এবং হেলেন সভ্যতা ঘ. রোমান এবং হেলেন সভ্যতা

২. গ্রিসের গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র ছিল-
   ক. স্পার্টা খ. এথেন্স
   গ. মেগারা ঘ. থিনিস

৩. মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' কার লিখিত ছিল?
   ক. রাজা হাম্মুরাবী খ. রাজা নেবুচ্যাদনেজার গ. হোমারের ঘ. 'ওডিসি'র
   কোনটি সঠিক?
   (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন কলাকৌশল ও আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করছে। আর এই জ্ঞান পৃথিবীতে বিতরণের কাজটি করেছেন কয়েকজন মহামনীষী।

৪। গ্রিক দর্শনের কোন বিখ্যাত দার্শনিক নিজের সত্য প্রকাশে অনড় থেকে শাসকের নির্দেশে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন?
   (ক) সক্রেটিস (খ) এ্যারিস্টটল (গ) প্লেটো (ঘ) আলেকজান্ডার ।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৪

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

গ্রিক সভ্যতার সূচনাকাল থেকে গ্রিক সভ্যতার পতনের সময়কাল পর্যন্ত এর রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করে এ সভ্যতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- ১. হেলেনিক যুগ; ২. হেলেনিস্টিক যুগ। গ্রিক সভ্যতায় হেলেনীয় যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে ইতিহাসে ক্রমবিবর্তনে হেলেনিস্টিক যুগের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ যুগের সূচনা ঘটেছিল মেসিডোনীয় শাসক দ্বিতীয় ফিলিপ কর্তৃক।

ক. হেলেনিস্টিক যুগের সৃষ্টিতে কে জড়িয়ে আছেন? ১
খ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হেলেনিস্টিকদের অবদান ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সভ্যতাটি বিকাশে এথেন্সবাসীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের যুগের সভ্যতা কীরূপ ছিল মতামত দিন। ৪

পাঠ-১.৭ রোমান সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রোমান সভ্যতা উৎপত্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন;
- রোমান সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস ও সময়কাল জানতে পারবেন ও
- জ্ঞান বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**টাইবার নদী, ল্যাটিন ভাষা, 'অগাস্টান যুগ', নেবুচাঁদনেজার, ও 'ঝুলন্ত উদ্যান'**

ভূমিকা:

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে- 'Rome was not build in a day'। এই প্রবাদ বাক্যটি রোমান সভ্যতার ক্ষেত্রে এমনিতেই স্থান পায়নি। কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, উদ্ভাবন-ধ্বংসের পথ পাড়ি দিয়েই গড়ে উঠেছিল রোমান সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে রোমানরা গ্রিক সাম্রাজ্য দখল করে। রোমানরা ইতালি ও ইতালির পশ্চিম দিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দেশগুলো জয় করে। লাতিনদের একটি ক্ষুদ্র জাতি থেকে সুবিশাল সাম্রাজ্যের বিকাশ হয়, মধ্য ইটালির ল্যাটিয়ামে রোম ছিল তাদের প্রধান শহর।

রোমান সভ্যতার উৎপত্তি

গ্রিক সভ্যতার সমসাময়িক রোমান সভ্যতা হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক সভ্যতার অনেক সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ৭৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রোমুলাস এর নামানুসারে রোম নগরীর নামকরণ করা হয়। টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন রোমানগরীকে 'বিশ্বের রাজধানী' বলা হয়। কারণ রোম নগরীর সঙ্গে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া-এই তিনটি মহাদেশের বিস্তৃত যোগাযোগ ছিল। রোমীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসহ উত্তরে ব্রিটেন, জার্মানী; পূর্বে মেসোপটেমিয়া এবং দক্ষিণে মিসর ও লিবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

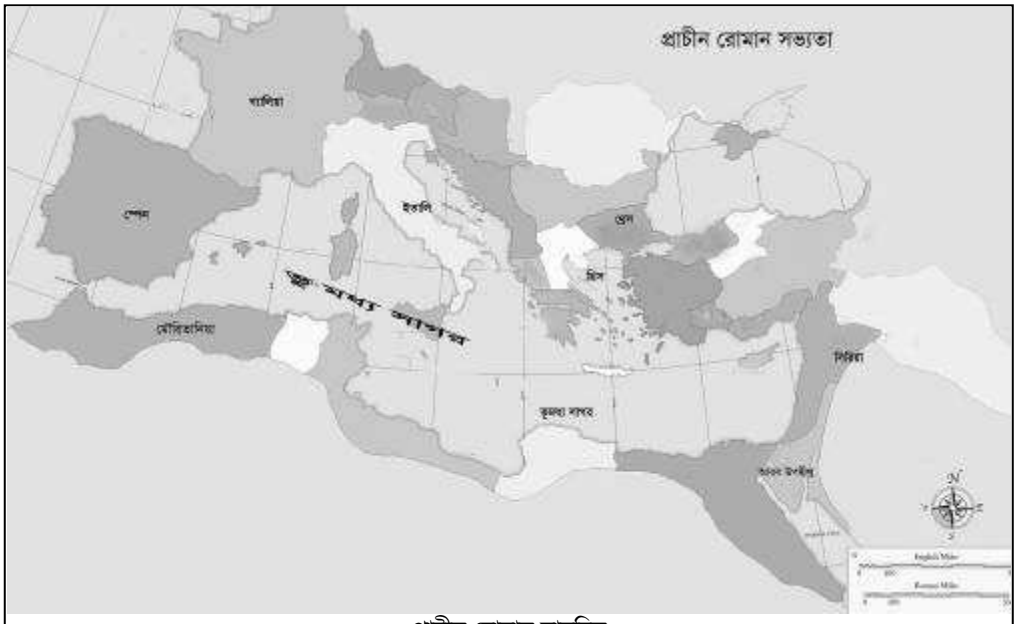

প্রাচীন রোমান মানচিত্র

রোমান ইতিহাস

ঐতিহাসিকগণ রোমান সভ্যতার ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেন। (ক) রাজতন্ত্র যুগ (৭৫৩-৫১০ খ্রিস্টপূর্ব), (খ) প্রজাতন্ত্র যুগ (৫১০-৬০ খ্রিস্টপূর্ব), (গ) প্রথম কনসুলেট যুগ (৬০-৩১ খ্রিস্টপূর্ব), (ঘ) সম্রাট অক্টাভিয়ান অগাস্টান যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩১-১৪) (ঙ) অগাস্টান পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্য (১৪-৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত।

অগাস্টান যুগ

জুলিয়াস সিজারসহ (সিজার রোমান সম্রাটদের উপাধি) অনেক বিখ্যাত শাসক রোমীয় সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। কিন্তু সম্রাট অক্টাভিয়ান অগাস্টাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩১-১৪ খ্রিস্টাব্দ) রোমের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে রোমীয় সভ্যতায় স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে রোমীয় ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞানচর্চা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। এই জন্য ইতিহাসে তাঁর সময়কালকে 'অগাস্টান যুগ' (Augustan Age) বলা হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান:

রোমীয় সাহিত্য

রোমান সাহিত্য-সংস্কৃতিতে গ্রিক সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ শিক্ষিত রোমানরা ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতো। সে যুগে রোমান সাহিত্য চর্চা ছিল ব্যাপক। মলিয়ে প্লুটাস এবং টেরেন্স ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার। রোমীয় সাহিত্যে নাটকের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। গীতি কাব্যকার ক্যাটুলাস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। এ ছাড়া সিসিরো এবং ভার্জিল সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেন। অগাস্টান পরবর্তী যুগের বিখ্যাত কবি জুভিনাল ছিলেন একজন ব্যঙ্গধর্মী কবি। সে যুগে সাহিত্য-চর্চায় স্বাধীনতা ছিল। ক্যাটুলাস রোমান শাসক পম্পি এবং জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধেও বিদ্রুপাত্মক কবিতা ও গীতি কাব্য রচনা করেন।

রোমান ক্লোসিয়াম নাট্যশালা

ইতিহাস

সাহিত্যকর্মের সঙ্গে ইতিহাস চর্চাও রোমে সমৃদ্ধি অর্জন করে। সে যুগে ইতিহাস দর্শন ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে তেমন প্রভেদ ছিল না। সাহিত্যের প্রধান উপাদানই ছিল ইতিহাস। রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন টিটাস লিভি (Titus Livius); খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯-১৭ খ্রিস্টাব্দ), ট্যাসিটাস (৫৫-১১৭ খ্রি:) এবং প্লুটার্ক। এ সকল রোমান ঐতিহাসিকরা লিভিকে পম্পিয়ান হিসেবে অভিহিত করেন। লিভির বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ The History of Rome from the Foundation of the City, ট্যাসিটাস-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Annals' এবং 'Histories' আর প্লুটার্ক এর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'The Parallel Lives' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল। এ সব গ্রন্থে লেখকরা তৎকালীন রোমান সংস্কৃতি, রাজনৈতিক বিশৃংখলা, সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিবরণ দেন। রোমের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রধান উৎস হচ্ছে লিভির রচিত রোমের ইতিহাস।

রোমান ধর্ম

রোমানরা গণপ্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে শাসনকার্যে ধর্মীয় প্রভাব বা পুরোহিততন্ত্র পাকাপোক্ত হয়ে বসতে পারেনি। তাদের দেবদেবীর মধ্যে গ্রিকদের মতো মানবিক গুণাবলী আরোপিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রিক ধর্মের সঙ্গে রোমীয় ধর্মের বৈসাদৃশ্য থেকে সাদৃশ্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত গ্রিক দেবতা জিউস, রোমানদের নিকট আকাশের দেবতা জুপিটার হিসেবে খ্যাত। গ্রিক দেবতা এথেনার জায়গায় রোমীয় দেবতা মিনার্ভা স্থান দখল করে। রোমের প্রেমের দেবতা ছিলেন ভেনাস। বাতাস এবং সমুদ্রের দেবতা নেপচুন রোমানদের নিকট খুবই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ছিল। রোমীয় ধর্মচর্চা ছিল রাজনৈতিক ও ইহজাগতিক।

রোমান দর্শন

রোমানরা দর্শনের ক্ষেত্রেও গ্রিক প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। গ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই রোমান দর্শনের সূত্রপাত। রোমীয় দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সিসিরো (Cicero), লুক্রেটিয়াস (Lucretius)। লুক্রেটিয়াস ছিলেন গ্রিক এপিকিউরিয়ান মতবাদের প্রবক্তা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Nature of Things' অপর দিকে সিসিরো ছিলেন গ্রিক স্টয়িক মতবাদের অনুসারী। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'On Duty' তে স্টয়িক মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়।

রোমান আইন

প্রাচীন সভ্যতায় রোমানদের অন্যতম কৃতিত্ব হলো রোমান আইন ব্যবস্থা (Roman Law)। রোমান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন (সিভিল ও ক্রিমিনাল'ল) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই সংকলিত হয়। এই আইনগুলি জনগণের সুবিধার্থে কাঠের ফলকে খোদিত করে রাজপথে প্রকাশ্যে টানিয়ে রাখা হতো। এ আইনগুচ্ছকে বলা হতো দ্বাদশ তালিকা (Twelve Tables)। বিশিষ্ট আইনবিদ ছিলেন গেইয়াস, আলপিয়ান প্যাপিনিয়ান এবং পলাস। সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে এদেরকে আইনের ব্যাখ্যা ও মামলা নিস্পত্তির অধিকার দেয়া হয়। এদের দ্বারা আইন সংস্কারের মাধ্যমে রোমান আইন একটি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নতুন আইনের তিনটি শাখা ছিল। (ক) জাস সিভিল (Jus Civile), (খ) জাস জেন্টিয়াম, (গ) জাস ন্যাচারাল। জাস সিভিল বা বেসামরিক আইন সকল রোমীয় নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। জাস জেন্টিয়াম বা জনগণের আইন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রযোজ্য এবং জাস ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক আইন মূলতঃ প্রাকৃতিকভাবে ন্যায় অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে মানুষ জন্মগতভাবে সমান এবং মৌলিক অধিকার প্রাপ্ত। তাই, রাষ্ট্র বা সরকার তাকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এই আইনের প্রবক্তা ছিলেন দার্শনিক সিসেরো। ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর পূর্ব-রোমে নতুনভাবে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ইতালির কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। রোম এবং অন্যান্য বড় শহরগুলোতে সর্বহারা দল ভিড় করে। রোমের দাস-মালিকরা গর্বের সঙ্গে বলত, রোমের ক্ষমতা চিরস্থায়ী। তাদের শক্তিমান রক্ষীবাহিনী ও বিশাল সেনাবাহিনী অপরাজেয়। কিন্তু সেই শক্তি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। জার্মান ও পারসিকরা এক একটি রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি দখল করতে থাকে। যারা কয়েক শতাব্দী ব্যাপী অন্যদের দাস বানিয়েছে, আজ তারাই দাসে পরিণত হয়।

রোমান শিল্পকলা

রোমনগরীকে কেন্দ্র করে রোমান স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা বিকশিত হয়। জুলিয়াস-সিজারের আমল থেকে রোমীয় শিল্পকলার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। অগাস্টাস রোমীয় শিল্পকলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। রোম নগরীর স্থাপত্যে ইটের পরিবর্তে মার্বেল এবং মোজাইকের ব্যবহার শুরু হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রোমীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবিত অঞ্চলসমূহের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

রোমান সম্রাটগণ প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী শাসন করেছেন। তাঁরা পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন ও শিল্পকলার প্রসার ঘটিয়ে বিশ্বমানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধশালী করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে রোম ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী নগরী। প্রচলিত আছে যে, রোম গোটা বিশ্বকে শাসন করেছে (Rome ruled the world)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অগাস্টান যুগ বলা হয়–

ক. জুলিয়াস সিজারের শাসনকালকে
খ. অক্টাভিয়ান অগাস্টাসের শাসনামলকে
গ. ব্রুটাসের শাসন কালকে
ঘ. পম্পির রাজত্বকালকে

২. রোমীয় আকাশ দেবতার নাম-

ক. জুপিটার খ. জিউস

গ. এথেনা ঘ. মিনর্ভা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মারুফ সভ্যতা সম্পর্কে জানতে গিয়ে জানলেন যে কোন সভ্যতা একদিনে গড়ে ওঠেনি। সভ্যতার এই অগ্রযাত্রা নদীর মত বহমান, এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে তার অভিষ্ট লক্ষ্য পানে। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এর চলমান ধারা অব্যাহত থাকবে।

৩। রোমান নতুন আইনের শাখা ছিল-

i. জাস সিভিল

ii. জাস জেন্টিয়াম

iii. জাস ন্যাচারাল

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৭

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতাটি গড়ে তুলেছিল এ্যাসেরীয়গণ। বেশকিছু শহর নিয়ে এ্যাসেরীয় সভ্যতার বিকাশ হয়। এ্যাসেরীয় সমাজের মানুষ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। তারা বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। সিহাব শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করল- স্যার, তাদের কি কোন আইনি কাঠামো ছিল? শিক্ষক বললেন, সুশৃংঙ্খল জীবন পরিচালনার জন্য তারা একটি আইনের কাঠামো গড়ে তোলে। এ্যাসেরীয়রা একটি ভিন্ন ধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে।

ক. প্রাচীনকালে ইউরোপের কোথায় রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে? ১

খ. রোমান আইন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত দর্শনে রোমান সভ্যতার দার্শনিকদের কী অবদান রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. ধর্মের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত সভ্যতার ন্যায় রোমান দার্শনিকদের মূল্যায়ন করুন। ৪

উত্তরমালাঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ :	১.ক	২.গ	৩.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ :	১.গ	২.ক	৩.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ :	১.ঘ	২.গ	৩.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ :	১.ক	২.গ	৩.ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ :	১.গ	২.ক	৩.খ	৪.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬ :	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭ :	১.খ	২.ক	৩.গ	

পিরামিড

ক. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কোন দেশের পরিচয় বহন করে?
খ. মিসরের নীল নদ প্রকৃতির দান-ব্যাখ্যা করুন?
গ. মিসরের ভূ-প্রকৃতির সাথে আমাদের দেশের ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা দিন।
ঘ. উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের ভূ-প্রকৃতির তুলনামূলক মূল্যায়ন করুন।

উপরের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের আলোকে নিম্নের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার চর্চা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১. সামিউল ইন্টারনেটের একটি প্রামাণ্যচিত্রে প্রাচীন সভ্যতার এক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখতে পেলেন। প্রাচীন সেই শাসনামলে শাসকগণ একটি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হতেন। প্রজারা মনে করত যে রাজা ঈশ্বরের পুত্র। তাই রাজা একই সাথে ধর্মীয় প্রধান, দণ্ডদাতা ও রাষ্ট্রপ্রধান।

ক. সভ্যতা বলতে কী বুঝায়? ১
খ. প্রাচীন মিসর সভ্যতার লীলাভূমি- ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. সামিউলের ইন্টারনেটে দেখা প্রামাণ্যচিত্রটি কোন সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন? ৩
ঘ. বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার সাথে মিসরীয় কৃষি ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। ৪